২

রূপকথার উড়ালপুল ও তার ভেঙে পড়া

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌনে তিনশো পৃষ্ঠার 'বিষাদগাথা' উপন্যাসটি পড়ার পর ভাবছিলাম অমরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রথম দিকে লিখতেন কবিতা, 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকাটি সম্পাদনা করার সূত্রে পরিচিত হন কবিতা-বিশেষজ্ঞ হিসেবে, পরবর্তীকালে 'ভ্রমণ' পত্রিকার সম্পাদনা ও সারা বিশ্বে ভ্রমণের সূত্রে ভূপর্যটক অভিধাটি তাঁর সম্পর্কে সুপ্রযোজ্য হল, তার মধ্যে 'শাদা ঘোড়া', 'হীরু ডাকাত', 'আমাজনের জঙ্গলে' ইত্যাদি একের পর এক ছোটদের জন্য নানা ধরনের বই লিখে বড় বা খুদে পাঠকদের কাছে তিনি শিশুসাহিত্যিক।

হঠাৎ পরিণত বয়সে একটি আস্ত উপন্যাস লিখে প্রমাণ করলেন তিনি ইচ্ছে করে বা সময়াভাবে এতদিন সাহিত্যের এই সর্বশ্রেষ্ঠ ধারায় পদার্পণ করেননি, এখন করলেন এবং প্রবেশ করামাত্র ভিনি ভিডি ভিসি। আমরা যারা বাংলা গল্প-উপন্যাস একটু-আধটু পড়ি, তারা সবিস্ময়ে ভাবছি যিনি প্রথম উপন্যাসেই এরকম ছক্কা মারতে পারেন, তিনি এতদিন কেন হাত দেননি উপন্যাসে!

'বিষাদগাথা' সত্যিই এক আশ্চর্য উপন্যাস, এই উপন্যাসের পটভূমি বালিসোনা নামে একটি গ্রাম যার 'পুবদিকে চালাঘরের হাসপাতাল, পশ্চিমে মরা নদী'।... 'একশো বছর আগেও এই নদী বইত'। উপন্যাসটিতে বিবৃত অনেক পুরুষের কাহিনি— ভুবনমোহন, অবনীমোহন-অম্বরীশ, প্রদীপ-লক্ষ্মী-সরস্বতী, পরীক্ষিৎ হয়ে লালকমল-নীলকমল পর্যন্ত। ফলে উপন্যাসটির অনেকগুলি পর্বান্তর।

উপন্যাসের মূল কাহিনি থেকে প্রসারিত হয়েছে বহু শাখাপ্রশাখা, পরিচ্ছেদে-পরিচ্ছেদে ঘটে গেছে বহু উত্থান-পতনের ঘটনা, সেই কাহিনির পূর্বাপর ঘটনা বিবৃত করার পরিসর এখানে নেই, কিন্তু যা উল্লেখ করার মতো তা হল কাহিনির পরম্পরা সাজানোর কৃৎকৌশল, ঘটনার অদ্ভুত ঘনঘটা ও আশ্চর্য ভাষাভঙ্গি।

উপন্যাসটি পড়ার পর মনে হয় বালিসোনা এক রূপকথার দেশ, হয়তো সত্যিই বালিসোনা নামে কোনও গ্রাম কখনও ছিল না, আথবা বালিসোনা কোনও বিশেষ একটি গ্রাম নয়, রাজ্যের সর্বত্রই ছড়িয়েছিটিয়ে আছে বালিসোনা গ্রামের এক-একটি অংশ।

মনে হয় বালিসোনা একটি অলৌকিক গ্রাম যা থাকে না কখনও, অথচ সর্বদাই

থাকে। বহু বছরের বিস্তৃত কাহিনিতে নানা ঘটনা ও অঘটনের সমন্বয়, বিবৃত হয় বহু উত্থান-পতন, কিছু বর্ণময় ঘটনার অন্তরালে ঘটতে থাকে বহু ধূসর দিনলিপি যা লেখা থাকে না, কিন্তু পাঠকের অসুবিধা হয় না উপলব্ধি করতে।

মনে হয় বালিসোনা সেই গ্রাম যা ইদানীংকালের যে-কোনও গ্রামের প্রতিচ্ছবি, যেখানে নিরন্তর ঘটে যায় অজস্র অনাচার, সেই অনাচার রুখে দেওয়ার সরকারি ব্যবস্থাপনা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে রুখে দেওয়া সম্ভব হয় না প্রশাসনের পক্ষে, সবাই জানে এই অনাচারের শিকড় অনেক গভীরে যা উৎখাত করা এক অলীক কল্পনা মাত্র।

কয়েক পুরুষের কাহিনি নিয়ে এই উপন্যাস, ফলে উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে পাঠক আবিষ্কার করবেন উপন্যাসের মধ্যে ঘটে গেছে সমকালীন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যেমন ঘটে যায় পুলিশের হাত থেকে বন্দুক ছিনতাই হওয়ার পর্ব, জোতদার-পুলিশ নিধনের সময়কাল, তেমনই কখনও ঘোষিত হয় জরুরি অবস্থা, কখনও বন্ধ হয়ে যায় পাউরুটির কারখানা (অজস্র বন্ধ কারখানার একটি প্রতীক), তাতে কর্মহীন হয় বহু শ্রমিক, অনাহারে বিধ্বস্ত হয় অনেকগুলি পরিবার। কখনও ঘটে যায় সমুদ্রে সাংঘাতিক জলোচ্ছ্বাস, কুড়ি-পঁচিশ ফুট উঁচু ঢেউয়ের তোড়ে চিরতরে তলিয়ে যায় গ্রামের পর গ্রাম। আবার ভোটগ্রহণ পর্বও আছে বালিসোনায়, গণনার পর দেখা যায় সেখানে বাতিল ভোটের হার বিরানব্বই শতাংশ। কখনও গানের মিছিলে ‘বিষাদগাথা’র বেশ কিছু বাছাই পংক্তি বড় হরফে লিখে প্ল্যাকার্ড হাতে হাতে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আছে গ্রামের মধ্যে ব্লু-ফিল্ম তৈরির গোপন ব্যবসার ইতিবৃত্ত।

এইসব ঘটনাই উপন্যাসে আসে কাহিনির মোড়কে ওতপ্রোত হয়ে, পাঠক প্রতি মুহূর্তে চিনতে চেষ্টা করেন কাহিনির পটভূমি। চিনতে পারা ও না-পারার মধ্যে পাঠক আন্দোলিত হতে থাকে সারাক্ষণ।

উপন্যাসের যা মূল চালিকাশক্তি তা হল তার ভাষাবিন্যাস, কখনও লম্বা লম্বা পংক্তি গড়িয়ে চলে কাহিনির গতিকে জোরালো করতে, কখনও পরিবেশিত হয় টুকরো টুকরো বাক্য যা আরও ধারালো করে উপন্যাসের বক্তব্য। যেমন:

১) ‘শিবকৃষ্ণর রোগলক্ষণের একটা বৈশিষ্ট্যও তিনি লক্ষ করেছিলেন, তা হল সারা দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে পথচারীদের কাছে তার রাজনৈতিক নিদান ঘোষণা করে বাড়ি ফিরে প্রাচীন আমড়াতলায় সঙ্গিনীর অবিরাম পাম্প করে তুলে দেওয়া নলকূপের শীতল জলে অনেকক্ষণ স্নানের পর তার কথাবার্তায় আচার-আচরণে পাগলামির আর কোনও লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যেত না।’

২) ‘অদৃশ্য রাস্তায় গানের মিছিলকে কখনও মনে হয় অশরীরী আত্মার গান, কখনও মনে হয় প্রকৃতিরই একটা রূপ।’

৩) ‘মরা নদী যেখানে অনেক দূর অবধি মোহনার জোয়ারের জলে ভরে যায় সেই সুদূর সমুদ্রোপকূলমুখী নদীপাড়ের গ্রাম থেকে সাইকেলের রডে ঝোলানো, ক্যারিয়ারে বাঁধা চালের বস্তা নিয়ে সারি সারি সাইকেল পুলিশ হোমগার্ডদের চোখ এড়িয়ে, ধরা পড়লে ঘুষ দিয়ে, সকাল-সন্ধ্যা শহরের দিকে ছুটতে থাকে।’

উপন্যাসটি আগেই পড়েছিলাম ধারাবাহিক, এখন একসঙ্গে পড়ে বালিসোনা গ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম হওয়া গেল, সেই সঙ্গে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাওয়া গেল সমকালীন ইতিহাস।

তবে এই উপন্যাসের যা বিশেষত্ব, সমকালীন রাজনীতিতে ঘটতে থাকা অজস্র নিষ্ঠুর খুনজখম, ধর্ষণ, গুপ্তহত্যা— ইত্যাদি বর্ণিত হয় চরম নৈর্ব্যক্তিকতায়। উপন্যাসে এক-একটি দৃশ্য এসেছে, যখন এক বালক-শ্রমিকের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে মালিক ভেঙে চুরচুর করছে তার সমস্ত পাঁজর, তখন পাঠকের বুকের পাঁজরও ভাঙতে থাকে একটি একটি করে। কিংবা দিবাকরের কাছ থেকে পাঁচনলা বন্দুকের নকশা জেনে নিয়ে তাকে বাড়ির পথে রওনা করিয়ে দিয়ে পিছন থেকে নির্বিকার ভঙ্গিতে গুলি করা। পাঠকের চোখের সামনে তার স্ত্রী নন্দিনীর চরম অসহায় মুখ। কিংবা ব্লু-ফিল্মের জন্য মেয়েরা অবলীলায় বিবস্ত্র হয় কিছু বেশি টাকা পাবে বলে।

বালিসোনা নামে এই কল্পগ্রামে এরকম বহু ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা লেখক বিবৃত করেন অতিনিরাসক্ত ভঙ্গিতে শুধু এটুকু বোঝাতে সমাজের মূল্যবোধ এখন কোন তলানিতে। মাথার ওপর উড়ালপুল ভেঙে পড়লেও যেমন মানুষ এখন ভেবে নেয়, ‘যাক, আমার বা আমার বাড়ির কারও মাথায় পড়েনি তো। অন্যের যা হচ্ছে হোক গে—।’ হয়তো সবার মাথায় একসঙ্গে ভেঙে পড়লে প্রতিবাদ হবে, কিন্তু তখন তো কেউ বেঁচে থাকবে না বলার জন্য।

‘বিষাদগাথা’ উপন্যাসে কাহিনি একটা আছে, কিন্তু কাহিনি পড়ার জন্য কেউ এখন উপন্যাস পড়ে না, পড়ে উপন্যাসের ভাষাভঙ্গি অনুসরণ করতে, লেখকের বলার বিষয় খুঁজতে, কিংবা আয়নার সামনে নিজেকে উলঙ্গ দেখার জন্য।

এই উপন্যাস পাঠকের কাছে নিয়ে আসে সেই অত্যাশ্চর্য উপলব্ধি।

লেখক পরিচিতি

প্রাক্তন প্রশাসক, বহু গ্রন্থের লেখক, অনুবাদকর্মে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কৃত